হুতি শিয়াদের আসল চেহারা

মূল : প্রফেসর ডক্টর সুলাইমান বিন সালিহ্ আল গুসন

শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী
অনূদিত

বই	**হুতি শিয়াদের আসল চেহারা**
মূল	প্রফসের ডক্টর সুলাইমান বিন সালিহ আল-গুসন
অনুবাদ	শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী
প্রুফদ্রষ্টা	মাহিন আলম
প্রকাশনায়	দারুল কারার পাবলিকেশন্স

হুতি শিয়াদের আসল চেহারা

মূলঃ প্রফেসর ডক্টর সুলাইমান বিন সালিহ্ আল-গুসন
অধ্যাপক, কিং সউদ ইউনির্ভাসিটি, সউদী আরব।

অনুবাদক : শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী
(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)
দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ অ্যান্ড গাইডেন্স সেন্টার, সউদী আরব।

দারুলকারার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

অনুবাদক পরিচিতি	**উৎৎড়ৎ! ইড়ড়শসধৎশ হড়ঃ ফবভরহবফ.**
ভূমিকা	৮
হুতিদের উৎস ও পরিচয়	১০
জারুদিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয়	১১
জারুদিয়াদের কিছু মৌলিক আকীদা	১১
হুতিদের ইতিহাস এবং প্রেরণার উৎস	১৩
আশ-শাবাবুল মুমিন (মুমিন যুবক) নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা	১৫
আব্দুল মালেক হুতি	১৭
হুতিদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আকীদা ও মতবাদ	১৮
ইরান ও শিয়া-ইসনা আশারিয়া মতবাদের সঙ্গে হুতিদের সম্পর্ক	২৩
ইরান ও শিয়া-ইসনা আশারিয়া মতবাদের সঙ্গে হুতিদের সম্পর্কের প্রমাণ	২৫
রাফেযী সম্প্রদায়ের কতিপয় মৌলিক আকীদা ও বিশ্বাস	২৯
আমাদের বইসমূহ	৩২

অনুবাদক পরিচিতি

শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানি (হাফিযাহুল্লাহ) ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার এক স্বনামধন্য মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কৃতিত্বের সাথে ১৯৯৬ সালে দাখিল (এসএসসি), ১৯৯৮ সালে আলিম (এইচএসসি), ২০০০ সালে ফাজিল (স্নাতক) পাশ করার পাশাপাশি মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা থেকে-দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন।

শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল (হাফিযাহুল্লাহ) বাংলাদেশের তরুণ উদীয়মান আলেমদের একজন, যিনি বাংলাদেশের মাদ্রাসার গণ্ডি পেরিয়ে, বর্তমান দুনিয়ার ইসলামি শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাপীঠ মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সেখানে তিনি আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ২০০৭ সালে লিসান্স সম্পন্ন করেন।

পড়াশোনা শেষ করে শাইখ হিজরি ১৪২৮ মোতাবেক ২০০৭ খৃষ্টাব্দ থেকে এখন পর্যন্ত সৌদি আরবের স্বনামধন্য দাওয়াহ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টারে দাঈ, শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ব্যবহার করেন অথচ শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল (হাফিজাহুল্লাহ)-কে চিনে না এমন মানুষ খুব কমই রয়েছে। তিনি গবেষণার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে সালাফদের মানহাজ-এর আলোকে সুস্পষ্ট দলিলের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ

লেখনীর মাধ্যমে দ্বীনের মৌলিক মাসআলা-মাসায়েলগুলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করে দ্বীনের খেদমত করে চলেছেন। শাইখের লেখনীর মাধ্যমে হাজারো মানুষ দ্বীন সম্পর্কে তাদের অজানা বিষয়গুলো খুব সহজেই জেনে নিতে পারছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

সর্বস্তরের মানুষের মাঝে বিশুদ্ধ ইলমি খেদমত পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শাইখ বেশ কিছু বই লিখেছেন ও অনুবাদ করেছেন এবং বহু বই সম্পাদনা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

শাইখের অনূদিত, লিখিত ও সম্পাদিত (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) কিছু বইয়ের তালিকা

১. আকিদা (আকিদা বিষয়ক ৫০টি প্রশ্নোত্তর ও আকিদার সারকথা)
২. দুই নক্ষত্র (আল্লামা নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী ও শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী
৩. হুতি শিয়াদের আসল চেহারা
৪. তওবা জান্নাতের সিঁড়ি
৫. ইসলাম প্রচারের ৭২টি হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি
৬. মৃত্যু ও কবর সম্পর্কে করণীয় ও বর্জনীয়
৭. ইসলামে মানবাধিকার
৮. মহান আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের ব্যাখ্যা
৯. ইসলামের সৌন্দর্য
১০. রাসূল ﷺ-এর বহু বিবাহ : আপত্তি ও তার জবাব
১১. প্রেরণা: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র মাধুরী
১২. কুরআনখানি ও ইসালে সওয়াব
১৩. ১০০টি কবিরা গুনাহ
১৪. ঈমান দুর্বলতা: কারণ ও চিকিৎসা
১৫. বছরব্যাপী সুন্নাত ও বিদআত
১৬. আল ইরশাদ ইলা সহীহুল ইতিকাদ (শাইখ সালেহ আল ফাওযান)

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ والصَّلَاةُ السَّلامُ عَلي رَسُوْلِ اللهِ وعَلى آلِه وصَحْبِه ومَنْ وَالَاه وبَعْدُ:

হুতি নামটি বর্তমানে অনেকের কাছে পরিচিত। যাদের বিরুদ্ধে ইয়েমেনে বিরুদ্ধে সউদী আরবের নেতৃত্বে 'আসিফাতুল হাযম' [Decisive Storm] নামে একটি যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাভাষী অনেকেই এই হুতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখে না। জানে না কেন এই আক্রমণ? ফলে বিভিন্ন শিয়া প্রভাবিত এবং ইসলামবিদ্বেষী মিডিয়ার কারণে অনেকে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। অথচ মুসলিম বিশ্বের উপর এই ঘটনাপ্রবাহের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে এবং পড়বে-তাতে কোনো সন্দেহ নাই। তাই এ সম্পর্কে মুসলিম যুবকদের সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি।

এই প্রেক্ষাপটে সউদী আরবের ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত কিং সউদ ইউনিভার্সিটি-এর 'আকীদা ও সমকালীন মতবাদ' এর অধ্যাপক **প্রফেসর ডক্টর সুলাইমান**

বিন সালিহ আল-গুসন রচিত বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি অনুবাদ করা হলো, যেন বাংলাভাষী মুসলিমগণ এই ফিতনার ব্যাপারে সচেতন হতে পারে।

এ পুস্তিকাটিতে শিয়া হুতি সম্প্রদায়ের উৎস, পরিচিতি, ক্রমবিকাশ, কার্যক্রম, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রাসাঙ্গিক ভাবে রাফেযীয়া-ইমামিয়া-ইসনা আশারিয়া সম্প্রদয়ের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা তার জমিনে সত্যের পতাকা উড্ডীন করুন। বাতিল ও মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন করে দিন এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

অনুবাদক
আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল
(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)
দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সউদী আরব
তারিখ: ১৯-০৪-২০১৫

হুতিদের উৎস ও পরিচয়

হুতিরা হলো, উত্তর ইয়েমেনের সা'দাহ[১] এলাকার একটি সম্প্রদায়ের নাম। এদের উৎপত্তি জারুদিয়া সম্প্রদায় থেকে। জারুদিয়ারা হলো, শিয়া-জায়দিয়াদের একটি গোঁড়া ও উগ্রপন্থি ফিরকা।

হুতিরা রাফেযীয়া-ইসনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের মতো উগ্রপন্থি আকীদা-বিশ্বাস প্রচার শুরু করে এবং ইরানের সাহায্য-সহযোগিতা ও আশির্বাদপুষ্ট হয়ে শিয়া বিপ্লবের নায়ক খোমেনির আদর্শ ও পদ্ধতির আলোকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে।

হুতি সম্প্রদায়ের পরিচয়ের আগে জারুদিয়াদের সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। যাতে স্পষ্ট হয়, জারুদিয়া

১. ইয়েমেনের রাজধানী সানা থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ২৪২ কি. মি. দূরে অবস্থিত একটি জেলা।

সম্প্রদায়ভুক্ত এই হুতি ও রাফেযী-ইসনা আশারিয়াদের মাঝে কতটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে আর কীভাবে তারা ইমামিয়া-ইসনা আশারিয়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

জারুদিয়া সম্প্রদায়ের পরিচয়

প্রতিষ্ঠাতা: জারুদিয়ার সম্প্রদায়টির নামকরণ হয় আবুল জারুদ নামক এক ব্যক্তির নামানুসারে। তার পুরো নাম, যিয়াদ বিন মুনযির আল-হামাদানি আল-কুফি।

আহলে সুন্নাহ'র পূর্বসূরী ইমামগণ এ ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[২] শুধু তাই নয়, শিয়াদের কিছু বইপুস্তকেও তার বদনাম করা হয়েছে।[৩]

জারুদিয়াদের কিছু মৌলিক আকীদা

১) তারা বিশ্বাস করে, নবী ﷺ তাঁর পরে খলিফা হিসেবে আলী ﷺ-কে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তিনি আলী ﷺ-

২. দ্রষ্টব্য: মীযানুল ইতিদাল, ২/৯৩, আল কামিল ৩/১০৪৬-১০৪৮

৩. দ্রষ্টব্য: রিজালুল কিশশী, পৃষ্ঠা নং ১৯৯, আল ফিহরিস্ত, ইবনে নাদীম, পৃষ্ঠা নং ২৫৩

এর নাম না নিলেও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার মাধ্যমে তাঁকেই বুঝিয়েছিলেন।

২) তাদের মতে, আলী ﵁-এর মর্যাদা অন্য সকল সাহাবীর চেয়ে বেশি।

৩) আলী ﵁-এর পরে ইমাম হবে কেবল হাসান-হুসাইন ও তাদের বংশধরের মধ্য থেকে।

৪) তারা সাহাবীদেরকে কাফের মনে করে। কারণ, সাহাবীগণ রাসূল ﷺ-এর পরে আবু বকর ﵁-কে খলিফা হিসেবে মনোনিত করেছেন। তারা রাসূল ﷺ-এর বলে যাওয়া গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সে বৈশিষ্টের আলোকে তারা আলী ﵁-কে খলিফা নিয়োগ করেনি।[৪]

৫) রাসূল ﷺ-এর পরে যারা আলী এবং তাঁর বংশধর থেকে ইমাম হওয়াকে আবশ্যক মনে করে না, তারা কাফের।

৬) আবু বকর ﵁ ও উমার ﵁ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাদেরকে গালাগালি করা। অনুরূপভাবে আয়েশা ﵂, মুয়াবিয়া ﵁ ও আমর ইবনুল আস ﵁-কে গালাগালি করা।

৪. দ্রষ্টব্য: আল ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃষ্ঠা নং ৩০-৩২